বেত্তজিম

রশীদ জামীল

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সমর্পণ

১.
সে সফল হয়েছে।
জিজ্ঞেস করাহলো, কে সে?
তিনি বললেন, ফিরোজ সফল হয়েছে।
ফিরোজ দালাইলামি; নবিজির জীবদ্দশায় মিথ্যা নবুওয়তের দাবিদার আসওয়াদ আনসির হাতে জাহান্নামের টিকেট ধরিয়ে দেওয়া একজন অখ্যাত সাহাবি।

২.
নবির চাচা হজরত হামজাকে হত্যা করে লাশটি আশি টুকরা করেছিল লোকটি। তওবাহ করে মুসলমান হয়ে যাওয়ায় কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা পেয়ে গেলেও নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিলেন না।
ওয়াহশি ইবনে হারব; ইয়ামামার যুদ্ধে মিথ্যা নবুওয়তের দাবিদার মুসায়লামা কাজ্জাবের হাতে জাহান্নামের টিকেট ধরিয়ে দিতে পারার পর মনটা একটু হালকা হয়েছিল তাঁর।

হজরত ওয়াহশি ইবনে হারব, হজরত ফিরোজ দালাইলামি,
খতমে নবুয়ত আন্দোলনের দুই লড়াকু বীর,
রাজিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা।

এবং,
ভারত-উপমহাদেশে খতমে নবুওয়তের কালজয়ী সিপাহসালার পির মেহের আলি শাহ, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরি, আতাউল্লাহ শাহ বুখারি, আল্লামা ইউসুফ বানুরি, মাওলানা ইদ্রিস কান্ধলবি...নাউয়ারাল্লাহু মারাকিদাহুম।

অনুবন্ধ

রাত আছে বলেই দিনের এত দাম। অন্ধকার না থাকলে আলোর কদর বোঝা যেত না। মানুষ গুনাহ করে তবুও মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, এমনকী ফেরেশতা থেকেও; যারা কোনো গুনাহ করেন না। কারণটা কী?

কারণ হলো, ফেরেশতাদের গুনাহ করার অ্যাবিলিটিই নেই। তাদের পেছনে শয়তানও লাগানো নেই। সুতরাং তাঁরা গুনাহ করেন না– এখানটায় তাদের বিশেষ কৃতিত্বেরও কিছু নেই। মানুষের গুনাহ করার ক্ষমতা আছে, শয়তানও পেছনে লাগানো। তবুও মানুষ– যে মানুষ নিজেকে একটু বাঁচিয়ে চলতে পারে, সে-ই হয় সৃষ্টির সেরা।

'যে মানুষ...' সৃষ্টির সেরা কোন মানুষ?
সব মানুষই কি তবে সেরা নয়?
সব মানুষই শ্রেষ্ঠ নয়?

না, মানুষ মাত্রই সেরা নয়। কিছু মানুষ ফেরেশতা থেকেও শ্রেষ্ঠ। কিছু মানুষ আবার জানোয়ার থেকেও নিকৃষ্ট। কিছু মানুষের ব্যাপারে কুরআন বলেছে, 'তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তারচেও নিকৃষ্ট।' মানুষ আল্লাহর সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি। কিন্তু মানুষ নিজেদের এত নীচে নিয়ে যায় যে, জানোয়ারও এত নীচে নামে না।

নবিজির খতমে নবুয়ত হলো এমন একটি আকিদা, যে আকিদায় পৃথিবীর সকল জীব-জানোয়ারও বিশ্বাস করে। তারা যখনই সুযোগ পেয়েছে, তারা তাদের বিশ্বাসের কথা জানান দিয়েছে। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় কোনো মানুষ যদি খতমে নবুওয়তের আকিদায় বিশ্বাস করে না, যদি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে নতুন কোনো নবি আসবেন- বিশ্বাস করে, তবে সে জানোয়ার থেকেও নিকৃষ্ট।

শুধু তাই নয়, কেউ যদি নবিজির পরে নতুন করে নবুওয়তের দাবি করে আর অন্য কেউ এই অর্থে তার নবুওয়তের পক্ষে দলিল দেখাতে বলে যে– যদি সঠিক দলিল দেখাতে পারে তাহলে না-হয় তাকে নবি হিসেবে গ্রহণ করার কথা ভাবা যাবে– তাহলেও ঈমান থাকবে না।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ খাতামুন নাবিয়্যিন। তাঁর পরে আর কোনো নবির জন্ম হবে না। নতুন কোনো নবি আসবেন না। আসার দরকারও নেই। মিশন কমপ্লিট। তারপরও যুগে যুগে অনেক বাটপার নবুওয়দের দাবি করেছে। এমনটা যে ঘটবে, সেটা নবিজি আগেই জানিয়েছেন। বলেছেন, 'আমার পরে ত্রিশজনের মতো বেইমান নিজেকে নবি দাবি করবে, অথচ আমি হলাম শেষ নবি। আমার পরে নতুন কোনো নবি আসবেন না।'

ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ানে জন্মানো মির্জা গোলাম কাদিয়ানি বেইমানির এই লাইনে সর্বশেষ নাম। এর আগে যারাই নবুওয়তের দাবি করেছিল, মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের ফিতনাও দাফন হয়ে গেছে। কিন্তু মির্জা মারা যাওয়ার শতবছর পরেও তার ফিতনা এখনও উম্মতকে তাড়িয়ে বেড়ায়।

বর্তমান সময়ে মুসলমানদের সামনে চ্যালেঞ্জ অনেক। রং-বেরঙ-এর ফিতনা রকমারি পোশাক পরে উম্মতের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে এই মুহূর্তে সব ছাড়িয়ে কাদিয়ানি ফিতনাকেই আমার কাছে বেশি ইফেক্টিভ মনে হচ্ছে। সকল মুসলমানকে যার যার অবস্থান থেকে খতমে নবুওয়তের আকিদার প্রশ্নে আপসহীন ভূমিকা রাখা দরকার। আর যাতে একজন মুসলমানকেও ওরা বিভ্রান্ত করতে না পারে। আমাদের যে ভাইরা ইতোমধ্যেই বিভ্রান্ত হয়ে গেছে তারা যাতে ইসলামে ফিরে আসে, সেজন্য এভরি সিঙ্গেল মুসলমানকে যার যার সাধ্যমতো কাজ করতে হবে। আর কাজটা করতে হবে কুরআনি ফর্মুলায়, 'মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করো কৌশল এবং সুন্দর কথার মাধ্যমে।'

বাঁচতে হবে। বাঁচাতে হবে। বাঁচার জন্য জানা জরুরি। কাদিয়ানি কারা, কী তাদের আকিদা, তাদের গুরু মির্জা গোলাম কাদিয়ানি কে ছিল, কেমন ছিল এবং কেন ছিল, কেন কাদিয়ানিরা অমুসলিম... পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকা দরকার। আগে জানতে হবে, তারপর অন্যান্য মুসলমানকে জানাতে হবে। আলো জ্বালতে পারলে অন্ধকার দূর করার জন্য আর মিছিল-মিটিং লাগে না। আলোর উপস্থিতি মানেই অন্ধকারের বিদায়, Farewell to all types of temptational drakness.

মনে রাখতে হবে কাদিয়ানিদের অধিকাংশই কাদিয়ানির ঘরের কাদিয়ানি। মানে, একজন কাদিয়ানির ঘরে জন্ম হয়েছে বলে তারা অটোমেটিক কাদিয়ানি হয়ে গেছে। আমাদের সৌভাগ্য যে, আল্লাহপাক আমাদের কোনো কাদিয়ানি মায়ের পেটে জন্ম দেননি। দিলে কী হতো?

সুতরাং যারা কাদিয়ানি পরিবারে জন্মেছে বলে বিভ্রান্তির জালে জড়িয়ে আছে, আমাদের উচিত তাদেরকে সুস্থতার পথে ফেরানো। পাশাপাশি যারা আলো ভেবে আলোয়ার পেছনে ছুঠেছে, তাদেরকেও আত্মাহুতির পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা। আর এজন্য মির্জা গোলাম কাদিয়ানির আসল রূপ তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

বইটি লিখতে গিয়ে দলিল ঘাটাঘাটি-জনিত সহায়তায় বরাবরের মতো কাছে ছিলেন হাফিজ মাওলানা নুমান আহমদ। জাজাহুল্লাহু তাআলা। প্রথমবারের মতো আমার কোনো বই প্রকাশে আগ্রহী হওয়ায় খ্যাতিমান প্রকাশনী গার্ডিয়ান পাবলিকেশন এবং গার্ডিয়ানের গার্ডিয়ান নুর মোহাম্মদ'র প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বইটির কল্যানে একজন মানুষও যদি কাদিয়ানি বিভ্রান্তির জাল ছিন্ন করে ইসলামে ফিরে আসে, একজন মুসলমানও যদি উপকৃত হয়, সেটাই হবে সার্থকতা। হতে পারে, লেখক-প্রকাশকের জন্য সেটা নবিজির শাফাআতের ওয়াসিলাহও। আল্লাহপাক কবুল করার মালিক।

রশীদ জামীল
নিউইয়র্ক শনিবার, এপ্রিল ৮, ২০১৯
RJSYLBD@YAHOO.CO.UK

বিষয় সূচি

- ✓ মির্জার নির্যাস
- ✓ পরিভাষার পরিচর্যা
- ✓ নবুওয়তের মূলনীতি
- ✓ দলিলে নবুয়ত
- ✓ আওসাফে নবুয়ত
- ✓ আকিদায়ে খতমে নবুয়ত
- ✓ রাসূল এবং শেষনবি
- ✓ সর্বালমে খতমে নবুয়ত
- ✓ হায়াতে ইসা (আ.)
- ✓ হজরত ইসা (আ.) জীবিত না মৃত
- ✓ ইসার প্রত্যাবর্তন
- ✓ যুগে যুগে নবুওয়তের দাবি
- ✓ মির্জা কাদিয়ানি ভিশন এবং মিশন
- ✓ জিনিসটা আসলে কী ছিল
- ✓ ইয়াল্লাশ
- ✓ মির্জার খবাসত
- ✓ মির্জার চরিত্র
- ✓ মির্জা গোলাম কালিমা চোর
- ✓ মির্জা কাদিয়ানি নামেই মিথ্যাবাদী
- ✓ মির্জার ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিথ্যা প্রমাণিত
- ✓ তাকে নবি না মানলে কাফির
- ✓ কার ফতওয়ায় কে কাফির মির্জার জবানবন্দি
- ✓ খতমে নবুয়ত ইস্যুতে মুসলমানের আকিদা

আমর্শ

এক

নবিগণের নাম নিলে ‘আলাইহিস সালাম’ বলতে হয়। বইটিতে অনেক নবির নাম এসেছে। কারও নাম বারবার। আলাইহিস সালাম জুড়ে দেওয়া না থাকলে পাঠক যেন আলাইহিস সালাম পাঠ করে নেন।

দুই

মির্জা গোলাম কাদিয়ানির উদ্ধৃতিগুলোর প্রায় প্রতিটি বাক্যই ‘আস্তাগফিরুল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ’ বলার মতো। আল্লাহ, নবি রাসূল এবং ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে এত নোংরা এবং অশ্লীল ভাষায় মির্জার আগে আর কেউ কিছু বকেছিল বলে আমার জানা নেই। লাইনে লাইনে নাউজুবিল্লাহ লিখলে বইয়ের বড়ো একটা অংশ নাউজুবিল্লাময় হয়ে যেত। বিশ্বাস করি যথাস্থানে যথাযথ শব্দ পাঠকের মুখ থেকে অটোমেটিকলি বেরিয়ে আসবে।

তিন

মির্জা কাদিয়ানির রেফারেন্সগুলোর বেশিরভাগ তার কিতাবাদির প্রিন্ট সংস্করণ থেকে নেওয়া। গুটিকতেক পিডিএফ ভার্সন থেকে। দু-একটি তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে। কথাটি বলে রাখার কারণ, কেউ যেন পৃষ্ঠা নাম্বার মিলাতে চাইলে বিভ্রান্ত না হন।

মির্জার নির্যাস

পৃথিবীর ইতিহাসে মির্জা গোলাম কাদিয়ানির মতো ধর্মাশ্রয়ী ধোঁকাবাজ দ্বিতীয় আরেকটির জন্ম হয়েছে বলে কেউ বলতে পারবে না। এর আগে কেউ নিজেকে সংস্কারক দাবি করেছে, কেউ নবি, কেউ খোদা; কিন্তু মির্জা ছিল বেইমানির আঙিনায় একের ভেতর সব। মুজাদ্দিদ, ইসা মসিহ, ইমাম মাহদি, আল্লাহর নবি, আল্লাহর পুত্র, আল্লাহর স্ত্রী, স্বয়ং আল্লাহ, শ্রী কৃষ্ণ... কিছুই বাদ রাখেনি সে। তবে সে অনেক কিছু হওয়ার দাবি করলেও, কোথাও মানুষ হওয়ার দাবি করেছে বলে আমার চোখে পড়েনি। বরং উলটোটাই পাওয়া গেছে। সে তার নিজেকে ডাস্টবিনের কীড়া বলে পরিচয় দিয়েছে। বলেছে, আমি মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত নই; আমি হলাম ডাস্টবিনের কীট।

যদিও কাদিয়ানিরা তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে মির্জার জন্ম ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ লিখে রেখেছে, কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো মির্জার জন্ম ১৮৩৯/৪০ সালে। সেটা মির্জার নিজের লেখা থেকেই প্রমাণীত। বয়স নিয়ে এই কারচুপিটা তারা কেন করল– পাঠককে এটা জানতে হলে মির্জার ভবিষ্যদ্‌বাণী পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সেখানেই বিস্তারিত আলোচনা হবে।

ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ানে জন্ম নেওয়া মির্জা গোলাম কাদিয়ানির প্রথম দাবি ছিল, সে একজন মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক। তারপর ইসা মসিহ। তারপর ইমাম মাহদি। তারপর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তারপর স্বয়ং খোদা। মির্জা কাদিয়ানির মেঝ ছেলে মির্জা বশির আহমদের লেখা সিরাতুল মাহদি প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৩৫, রেওয়ায়াত নং ৪৭-এ দেওয়া তথ্যের আলোকে মির্জার ধোঁকাবাজির ধারাবাহিকতা ছিল এমন–

১৮৮২-তে মির্জা কাদিয়ানির কাছে তার খোদার কাছ থেকে এলহামাত আসা শুরু হয়। ডিসেম্বর ১৮৮৮-তে সে বায়আতের ঘোষণা দেয়। ১৮৮৯-তে বায়ত গ্রহণ শুরু করে এবং **আহমদিয়া** নামে নতুন ফিরকার জন্ম দেয়। তখন পর্যন্ত তার মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি ছিল। ১৮৯১ তে সে নিজেকে মসিহ বলে ঘোষণা দেয় এবং ১৯০৪ সালে এসে **মসিলে কৃষ্ণ আলাইহিস সালাম** হওয়ার কথা জানায়...

... **মসিলে কৃষ্ণ আলাইহিস সালাম**, বুঝতে পারছি পাঠকের কাছে অংশটা একটু কেমন লাগছে। মির্জার নিজের বউয়ের পেটের ছেলে তার বাবাকে কৃষ্ণ-সদৃশ বলবে আবার কৃষ্ণের নামের সাথে **আলাইহিস সালাম** জুড়ে দেবে– অবিশ্বাস্য।

জি, বিশ্বাস যেখানে সমাপ্ত, সেখান থেকেই মির্জায়ীদের শুরু। সিরাতুল মাহদি থেকে ঠিক এই অংশটা হুবহু তুলে দিচ্ছি। কনফিউশন দূর হোক।

اور خاص طور پر مثیل کرشن علیہ السلام ہونے کا دعوی تو آپ نے اس کے بہت بعد یعنی ۱۹۰۴ میی شائع کیا۔

এবং বিশেষভাবে কৃষ্ণ-সাদৃশ আলাইহিস সালাম হওয়ার দাবি তো তিনি (মির্জা কাদিয়ানি) এর অনেক পরে, অর্থাৎ ১৯০৪ সালে প্রকাশ করেন।

বাবার ব্যাপারে ছেলে মোটেও বাড়িয়ে বলেনি। কথাটি তার বাবা নিজেই বলেছিল। আসবে সেই আলোচনাও, যথাস্থানে। অবাক হওয়ার দরকার নেই। ইয়ে তো কুচভি নেহি। আগে আগে দেকহে হোতাহায় কিয়া।

মির্জা ১৯০৮ সালের ২৬ মে লাহোরে মারা যায়। মৃত্যুর স্থান ময়লার (!) টাংকি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বা ৬৯ বছর।

মির্জার মূল দাবি ছিল দুটি। মসিহে মাওউদ বা প্রতিশ্রুত ইসা ﷺ এবং ইমাম মাহদি ﷺ-কে। সব মিলিয়ে আলোচনাটাকে আমরা যেভাবে সাজাতে পারি,

১. খততে নবুয়ত কাকে বলে? মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কেন শেষ নবি? তাঁরপরে কেন নতুন নবির দরকার হবে না?
২. হজরত ইসা কী জীবিত? তিনি কি আবার পৃথিবীতে আসবেন? তখন কি তিনি নবি থাকবেন? কেন তাঁকে আবারও আসতে হবে?
৩. ইমাম মাহদি কে? কখন তাঁর জন্ম হবে? মানুষ তাঁকে কেমন করে চিনবে? ইসার সাথে মাহদির যুগ: নেতৃত্ব কে দেবেন?
৪. মির্জা গোলাম কাদিয়ানির স্বরূপ কী। সে কার প্রডাক্ট ছিল? কী ছিল তার মিশন? কেমন ছিল তার ধান্ধার বাজার।
৫. এবং কাদিয়ানি ইস্যুতে মুসলমানদের করণীয় কী?

স্মরণ করিয়ে দিই, নবিজি ﷺ বলেছেন, 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং, কাদিয়ানি ইস্যু তথা নবিজির খতমে নবুওয়তের প্রশ্নে কোনো মুসলমানের জন্য মডারেট বা টলারেন্ট হওয়ার সুযোগ নেই। এই ইস্যুতে

মুসলমানদের আপসহীন গ্রহণ করা ছাড়া মুক্তির কোনো উপায় থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

তার মানে এই না যে, ধরো-মারো-কাটো।
তার মানে এই না যে, জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও।
ওরা মানুষকে লাইনচ্যুত করছে, লাইনে আনতে হবে।
ওরা ইসলামকে কলুষিত করছে, সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে।

ইসলাম শুধু শান্তির ধর্মই না, ইসলাম মানেই শান্তি। ইসলাম সব রকমের অসহিষ্ণুতাকে নিরুৎসাহিত করে। সুতরাং কাজ করতে হবে বুদ্ধিভিত্তিক উপায়ে, তবেই কাজ হবে। তবেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আসবে। নিজে বাঁচব, আমার ভাইবোনগুলোও বাঁচবে।